স্বপ্ন?

সুব্রত রায়

এই গল্পটা শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার একটা বিনম্র নিবেদন আছে। এই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে একটি টেলিফোন নম্বর। এই নম্বরটি কার কাছ থেকে কি করে পেলাম এবং তার জন্য আমাকে কি মূল্য দিতে হয়েছে এ সব জিজ্ঞাসা করে আমাকে বিব্রত করবেন না। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই সব প্রশ্নের জবার আমি দিতে পারবো না। এতে যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, তাহলে আসুন গল্পটা শুরু করা যাক।

*　　*　　*

ঢাকা এয়ারপোর্টে সেদিন খুব ভিড়। বেশ কয়েকটা ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। সমস্ত সোফা ভর্তি। অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। মিউজিক্যাল চেয়ার চলছে। একজন উঠলে সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সেই জায়গায় বসে পড়ছে। আমার প্লেনটা ছাড়তে ঘণ্টা দেড়েক বাকি আছে। মাইক-এ একটা ঘোষণা হলো। আমার পাশে এক মোটাসোটা মহিলা বসে ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আড় চোখে দেখলাম নীল-সাদা স্ট্রাইপ দেওয়া টি শার্ট পরা একজন গাঁট্টাগোট্টা চেহারার ভদ্রলোক আমার পাশে বসে পড়লেন।

আমার মনটা এমনিতে খারাপ। ঢাকাতে একটা টেন্ডার ধরতে গিয়েছিলাম। অনেক টাকার কাজ। লো-কোট করেছিলাম। নিশ্চিত ছিলাম কাজটা পাবো। কিন্তু আমাদের কোম্পানির চেয়ে সামান্য কিছু কম কোট করে অন্য একটা কোম্পানি কাজটা হাতিয়ে নিলো। মনে হয় ভিতর থেকে কেউ আমাদের কোটেশনটা ওদের দেখতে দিয়েছিলো। কি ভেবে ঘাড় ঘোরাতে পাশের ভদ্রলোকের মুখোমুখি হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক চোখ থেকে কালো চশমাটা খুললেন। আমি দেখলাম শচীন তেন্ডুলকার। শচীন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো - আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছি বলুন তো? আমি একটু অবাক হলাম। বছর চার আগে আমার সঙ্গে শচীনের আলাপ হয়েছিলো। তাও মিনিট পাঁচেকের জন্য। এটা তাঁর মনে থাকার কথা নয়। আমি বললাম - তোমার সঙ্গে আমার একবার অনেকদিন আগে আলাপ হয়েছিলো কলকাতায় তাজ হোটেলে। শচীন ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলো। মনে হলো স্মৃতির উপর আঁচড় কাটছে। বললো - কি উপলক্ষে মনে আছে? আমি বললাম - হ্যাঁ, একটা মোবাইল ফোন লঞ্চ করার অনুষ্ঠান ছিলো। শচীনের চোখটা চকচক করে উঠলো, বললো - মনে পড়েছে। আপনি সেই লোক যিনি মাছ খান না কিন্তু ফিস ফ্রাই খান। আমি বললাম - এটা তোমার মনে আছে? শচীন বললো - মনে থাকবে না? আপনি অতো ভালো চিংড়ি মাছের মালাইকারি, সর্ষে ইলিশ খেলেন না। কিন্তু তিন-তিনটে ফিস ফ্রাই আর অনেকটা আলু ভাজা

একবারে তুলে নিলেন। আমি বললাম - একশতম সেঞ্চুরি করার জন্য অসংখ্য অভিনন্দন পেয়েছো। আমি আর আলাদা করে কিছু বলতে চাই না। বলা বাহুল্য আমি খুব খুশি হয়েছি। আচ্ছা সেঞ্চুরি করার পর তোমার কি মনে হলো? শচীন বললো - সেঞ্চুরি করলে বাবার কথা খুব মনে হয়। তাই আকাশের দিকে তাকিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলি। আর মনে পড়ে রমাকান্ত স্যারের কথা, যিনি আমাকে হাতে ধরে ক্রিকেট খেলা শিখিয়েছিলেন। আমি বললাম - আর কেউ? শচীন একটু ভেবে বললো - না তেমন আর কেউ নয়। তবে হ্যাঁ, স্যার ডন আজ বেঁচে থাকলে অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতাম। আমি বললাম - তুমি একবার স্যার ডনের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে। কাগজে ছবি দেখেছি স্যার ডন তোমাকে একটা ব্যাট উপহার দিচ্ছেন, পিছনে স্যার ডনের একটা বিরাট ছবি। কাগজে তোমাদের মধ্যে কি কথা হয়েছিলো তাও দেখেছি। শচীন বাঁ হাত দিয়ে নিজের ঘাড়টা ঘসতে ঘসতে বললো - কাল থেকে ঘাড়টা বেশ ব্যথা করছে। তবে হ্যাঁ, কাগজে সব কথা লেখেনি। যদি কখনো আত্মজীবনী লিখি তবে বিশদভাবে আমি তা লিখব। আমি বললাম - তুমি স্যার ডনের সঙ্গে কথা বলতে চাও? শচীন উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে বললো - কি করে? আপনি প্লানচেট করতে জানেন? আমি হাসতে হাসতে বললাম - উত্তেজিত হয়ো না। বসে পড়ো। তোমার জায়গা বেহাত হয়ে যাবে। আমার কাছে স্বর্গের আই-এস-ডি কোড আছে। তুমি স্যার ডনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারো। শচীন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, বললো, সত্যি বলছেন? আমি বললাম, একদম সত্যি। কোডটা তোমায় দিতে পারি। তবে কয়েকটা শর্ত আছে।

- কি শর্ত?

- প্রথমত এ-কথা কাউকে বলতে পারবে না। সারা আর অর্জুন যখন স্কুলে যাবে তখন ফোনটা করতে হবে। অঞ্জলিকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে সে কাউকে বলবে না।

- আমি রাজি।

- দ্বিতীয়ত, আমি জানি তোমার বাড়িতে ফোন থেকে সরাসরি রেকর্ড করার একটা যন্ত্র আছে। তোমার সঙ্গে স্যার ডনের যা কথা হবে তা রেকর্ড করে রাখবে।

- এটা আর এমন শক্ত কাজ কি? আমি রাজি।

- তৃতীয়ত, সেই টেপের কথা কাউকে বলতে পারবে না। কপি না রেখে টেপটা আমাকে ক্যুরিয়র করে পাঠিয়ে দেবে।

- আমি রাজি।

- আমার অনুমতি ছাড়া প্রেস, রেডিও, টিভির সামনে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে পারবে না।

- আগেই তো বলেছি আমি রাজি।

- কলকাতায় সিএবি একটা ক্রিকেট মিউজিয়াম তৈরি করছে। তুমি যে ব্যাট দিয়ে ভারতের হয়ে শেষ বলটা খেলবে, সেই ব্যাটটা তুমি এই মিউজিয়ামকে দান করবে।

- নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এবার বলুন স্যার ডনের সঙ্গে কি করে কথা বলা যাবে?

- শোনো, এই নাও স্বর্গের আই-এস-ডি কোড। আর এটা দশ ডিজিট ফোন নম্বর। স্যার ডনের এক্সটেনশন ৯৯। তোমার মোবাইলটা বার করো। ৯৯-এর পর এইটা টিপতে হবে। এই নম্বরটা শুধু একবার ব্যবহার করা যাবে। তারপর আপনা আপনি এই নম্বরটা বাতিল হয়ে যাবে। তাহলে উঠি। আমার প্লেনটা দাঁড়িয়ে আছে। প্লেনে ওঠার সময় হয়ে গেছে।

দিন দশেক পর ডিএইচএল মারফৎ একটা প্যাকেট পেলাম। খুলে দেখলাম একটা অডিও টেপ, সঙ্গে একটা চিঠি তাতে কোনো সই নেই। আপনার সব শর্ত মেনেছি। যথা সময়ে শেষ শর্তটা মানবো কথা দিচ্ছি। টেপটা ক্যাসেট প্লেয়ারে চাপিয়ে প্লে-বোতামটা টিপলাম। শচীনের সঙ্গে স্যার ডনের কি কথা হয়েছিলো যদি জানতে চান তবে নিচের অংশটা মন দিয়ে পড়তে অনুরোধ করছি।

*　　*　　*

- স্যার আমি শচীন।
- ও শচীন! অভিনন্দন। বাংলাদেশের সঙ্গে তোমার একশতম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরিটা দেখলাম।
- আপনাদের ওখানে আমাদের টিভি চ্যানেল দেখতে পাওয়া যায়?
- যায় না। তবে মর্ত থেকে আসা লোকজনদের কাছ থেকে মর্তের খবর নিয়মিত পাওয়া যায়। আমার মনে হয়েছিলো এবার তোমার সেঞ্চুরিটা হয়ে যাবে। তাই আমি, লারউড আর তোমাদের লালা অমরনাথ দেবরাজের কাছে দরবার করলাম এই খেলাটা দেখাবার ব্যবস্থা করার জন্য। দেবরাজ এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। আমার একদিকে লারউড অন্যদিকে লিন্ডোয়াল, দু-যুগের দুই দিকপালের পাশে বসে খেলাটা দেখলাম। তবে সত্যি কথা কি আমার একটা ভয় ছিল, ৯৯তে তুমি আটকে যাবে না তো। তোমাকে একটা ঘটনার কথা বলি। আমার নিজের একশতম প্রথম শ্রেণী খেলার সেঞ্চুরির কথা। খেলাটা ছিলো অস্ট্রেলিয়া একাদশের সঙ্গে তোমাদের। আমার ব্যক্তিগত রান যখন ৯৯ তখন সীমানার ধারে ফিল্ড করছিলো কিষেনচাঁদ, তোমাদের ক্যাপ্টেন অমরনাথ তাকে ডাকলো বল করার জন্য। কিষেনচাঁদ ঐ সফরে কোনোদিন বল করেনি। কেমন বোলার জানি না। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। যাই হোক সেঞ্চুরি হলো। কিন্তু অমরনাথের এই ধূর্ত চালটার জন্য আজও তাঁকে সেলাম করি।
- কি আশ্চর্য, লোকে বলে আপনি নাকি লারউডের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন না।
- এটা একদম ঠিক নয়। বডিলাইন সিরিজ নিয়ে দু-দলের মধ্যে তিক্ততা হয়েছিলো ঠিকই। কিন্তু লারউড ছাড়া নির্ভুলভাবে বডিলাইন বল করা আর কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার দেখা ফাস্ট বোলারদের মধ্যে লারউড সর্বশ্রেষ্ঠ। মাঠের বাইরে আমরা বন্ধু। কোনো তিক্ততা নেই।
- আমার একটা প্রশ্ন ছিল।

- বলে ফেলো।
- লোকে বলে শেষ টেস্টে আপনার চোখে জল এসে পড়ায় শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন। এটা কি ঠিক?
- একদম বাজে কথা। এ-কথা ঠিক ইয়ার্ডলের নেতৃত্বে ১১ জন ইংরেজ আমাকে ঘিরে থ্রি চিয়ার্স দেওয়ায় একটু অভিভূত হয়ে হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ফলে ভালো করে মনঃসংযোগ করার আগে হোলিসের একটা নিরীহ গুগলি বলে বোল্ড হয়ে গেলাম। স্যার জ্যাক হবস-এর শেষ ইনিংসের কথা মনে আছে। অত বড় ব্যাটসম্যান শেষ ইনিংসে মাত্র ৯ রান করে আউট হওয়াতে দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু জানতাম না আমাকে আমার শেষ ইনিংসে তার চেয়েও ৯ রান কম করে আউট হতে হবে। যে ক্রিকেট সারা জীবন দু-হাত ভরে দিয়ে এসেছে, বিদায় বেলায় ফিরিয়ে দিলো শূন্য হাতে। চারটা রান ভীষণ ভাবে করতে চেয়েছিলাম। রানের গড়টা একশতে গিয়ে দাঁড়াতো।
- ক্রিকেট এক বলের খেলা। আগের ম্যাচে কত রান করেছিলাম তা কাজে লাগে না। প্রতি ম্যাচে শূন্য দিয়ে শুরু করতে হয়। আচ্ছা, সামনে IPL আরম্ভ হচ্ছে। আপনার দেখতে ইচ্ছে করে না?
- আমি টি-টুয়েনটি খেলাকে ক্রিকেট খেলা মনে করি না। খুব বেশি হলে এটাকে এক ধরণের এন্টারটেনমেন্ট বলা যেতে পারে। আসল ক্রিকেট খেলা হচ্ছে সেই খেলা যেখানে ব্যাটসম্যান নিজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে ব্যাট দিয়ে বল মারবে। মারতে গেলো কভার দিয়ে, ব্যাটের কানায় লেগে বল চলে গেলো থার্ডম্যান দিয়ে সীমানার বাইরে, চার রান হলো। সবাই হাততালি দিলো। ২২ বল খেলে ৫০ রান করে ম্যান অফ দি ম্যাচ হলো। অথচ তার মধ্যে ১৬টা বল খেলার সময় কোথায় মারতে গেল আর কোথায় গেল কেউ দেখলো না। আবার দেখো উল্টোদিকের বোলারের কাজ রান না দেওয়া। উইকেট না পেলেও চলবে। ব্যাটসম্যানকে খেলিয়ে খেলিয়ে উইকেট তুলে নেবে তার কোনো চেষ্টা করা সম্ভব নয়। ১৯৫২ সালে তোমরা ইংল্যান্ডের সঙ্গে মাদ্রাজে প্রথম যে টেস্ট জিতেছিলে তার স্কোরবুক দেখলে দেখবে মানকাদের বলে খোকন সেন জনা পাঁচেককে স্ট্যাম্প করেছিলো। ৪৮ সালে সেন অস্ট্রেলিয়াতে আমাকেও একবার স্ট্যাম্প করেছিলো। আসল ক্রিকেট হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেট। তাতেই খেলোয়াড়ের এলেম বোঝা যায়।
- আপনাদের সময়ের টেস্ট খেলার চরিত্র এখনকার খেলার চেয়ে অনেক আলাদা।
- অবশ্যই। আমাদের সময়ে পিচ ঢাকা থাকতো না। এখনকার মতন হেলমেট ছিল না।
- তবে মাত্র ৫২টা টেস্টে ৭০টা ইনিংসে আপনার রান ৬৯৯৬, ২৯টা সেঞ্চুরি। এক কথায় অবিশ্বাস্য।
- একটা কথা তোমায় মনে রাখতে হবে। আমাদের সময় থেকে এখনকার ফিল্ডিং অনেক উন্নত হয়েছে। তাছাড়া আমি বেশিরভাগ টেস্ট খেলেছি ইংল্যান্ডের সঙ্গে। তোমাদের উপমহাদেশের ধীর ঘূর্ণি উইকেটে আমি খেলিনি।

- আমার মনে হয় একটা যুগের সঙ্গে আর একটা যুগের তুলনা করা ঠিক নয়। আজ থেকে ৫০ বছর পরে ক্রিকেট খেলা কেমন ভাবে হবে তা জানা নেই। সে যুগের সঙ্গে আজকের তুলনা করা উচিত হবে না।
- আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। যুগ পালটে গেছে। এই ধরো না। তুমি কি বিকেল বেলায় মেরিন ড্রাইভে ছেলে মেয়েদের নিয়ে হাঁটতে পারবে?
- না, তা পারব না। ভিড় জমে যাবে। আমি অনেক সময় খুব রাত করে গাড়ি নিয়ে বম্বের রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।
- আমাদের সময় এ রকম ছিলো না। কেউ ফিরেও তাকাতো না। একটা সত্যি ঘটনা শোনো। সত্তরের দশকে বিশ্ব একাদশের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলা হবে। বিশ্ব একাদশে তোমাদের সুনীল গাভাসকার আর ফারুক ইঞ্জিনিয়র আছে। নানা দেশ থেকে বিশ্ব একাদশে খেলার জন্য খেলোয়াড়রা আসছে। আমি আর গ্যারি সোবার্স গিয়েছি এয়ারপোর্টে হিলটন অ্যাকারম্যানকে রিসিভ করার জন্য। আমার এখনও মনে আছে আমাদের যা কথাবার্তা হয়েছিলো। সাউথ আফ্রিকা থেকে অ্যাকারম্যান এসেছে। সোবার্স পরিচয় করিয়ে দিলো। দীর্ঘ প্লেন যাত্রায় বোধহয় ক্লান্ত ছিলো। তাই আমার নামটা ঠিক ওর কানে পৌঁছায়নি। আমাকে ওর হাতের ব্যাগটা ধরতে বলে ওয়াশ-রুমে গেলো। ফিরে এসে ভদ্রতা করে আলাপ করতে লাগলো। আমাদের মধ্যে মোটামুটি এই রকম কথা হয়েছিলো:
- আপনি কি অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত?
- তা বলতে পারেন।
- আপনি কি কখনও ক্রিকেট খেলেছেন?
- একটু আধটু খেলেছি বৈকি।
- আপনার নামটা জানতে পারি কি?
- ডন ব্র্যাডম্যান।

শচীনের হো হো করে হাসি অনেকক্ষণ শোনা গেলো। বললো - আমাদের দেশে এখন এ রকম হবে না। টিভির কল্যাণে এখন কোনো মুখই আর অচেনা নয়। এমনকি খুব সাধারণ লোকও LBWর সুক্ষ্ম নিয়ম কানুন জানে। স্যার ডন আবার শুরু করলেন:
- যা বলছিলাম। ব্যাট দিয়ে বল মারাটা থাকবে। তবে খেলার নিয়ম কানুন কিছু নিশ্চয়ই বদলে যাবে। আমার মনে হয় দুটো রেকর্ড হয়তো বহুদিন থেকে যাবে। একটা আমার রানের গড় আর একটা তোমার এই একশটা সেঞ্চুরিটা।
- আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আপনার রানের গড়ের কাছাকাছি এখন আর কেউ নেই। তবে আমার ১০০টা আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির রেকর্ড কেউ ভেঙে দিতে পারে বলে বিশ্বাস করি। কেউ ভাঙলে আমি দুঃখিত হবো না। রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্য।
- আচ্ছা শচীন ভালো থেকো। সেই ৪৮ সালে অবসর নেবার পর একমাত্র তোমার মধ্যে আমি নিজেকে দেখতে পেয়েছি। তাই তোমার প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে।
- স্যার তাহলে ছাড়ি। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো।

* * *

ঘুমের মধ্যে কি যে বকবক করো বুঝি না। এই সাতসকালে হাউস দ্যাট হাউস দ্যাট করে চেঁচাচ্ছ কেন? কাকে আউট করলে? উঠে পড়ো। চা ভিজিয়েছি - স্ত্রী এসে ধমকের সুরে বললেন। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। ঘুম থেকে উঠে প্রথমে একটু ঝাপসা দেখি। দু-হাতের তর্জনী দিয়ে চোখদুটো একটু রগড়ে নিলাম। কয়েকবার চোখ পিট পিট করার পর দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এলো। ঢাকা গিয়েছিলাম এটা সত্যি। অল্পের জন্য টেন্ডারটা ফসকে গেছে সেটা সত্যি। এয়ারপোর্টে শচীনকে দেখেছি এটাও সত্যি। তাহলে বাকিটা? স্বপ্ন দেখছিলাম নাকি?

May 2012